বিষাদ-সিন্ধু

(হিন্দু মুসলমানের নরমেধযজ্ঞ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

প্রাপ্তিস্থানঃ—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য এক আনা মাত্র

বিষাদ সিন্ধু

নরবক্তের ঢেউ খেলে যায় শোকের বিষাদ-সিন্ধু,
বুক ফেটে যায় সর্ব্বনাশটা বল্‌তে গেলে বন্ধু।
হিংসার ছুরী হাতে নিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে ভাই ভাই,
হিন্দু মুসলমান বিবাদে মত্ত হয়েছে দেখ্‌তে পাই।
কার বুকে কেবা হানিতেছে ছুরী ভাবো দেখি একবার,
রক্ত এ কাদের (?) একাকার হয়ে মিশে যায় পারাবার।
তোমরা কি নও বাংলা মায়ের আদুরে দুলাল ছেলে!
হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি যারা বেড়িয়েছ হেসে খেলে!
কাকা, চাচা ব'লে, নানা, পিশে হেঁকে, দাদা দিদু ডাকাডাকি,
মেসো, মাসি কত সম্বন্ধ পাতিয়ে কত প্রেম মাখামাখি।
এই যে মধুর মিলন বাঁশরী বাজিয়েছ দুই জাতি,
প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছিলে দোঁহে পথে ঘাটে ছিলে সাথী।
যে আলোর বাতি কোটি কোটি হাতে জলেছিল অন্ধকারে,
নিভে যাবে আজ ভণ্ড শয়তান নেতাদের ফুৎকারে?
এখনো পল্লীর হিন্দুর ছেলেকে নাড়ু খেতে দেয় চাচী,
মোল্লা সাহেবের দাড়ী চুল উড়ে নাকে ঢুকে লাগে হাঁচি
মিঞার বাড়ীতে গুড়ের হাঁড়িতে হিন্দুর ছেলেরা চাটে,
হিন্দুর বাড়ীতে ক্রিয়া ও যজ্ঞে মুসলমানেরা খাটে।
ক্ষেতের ফসল কেনা-বেচা করে এক হাটে পাশাপাশি,
কাতুকুতু দিয়ে রসিকতা আর গলাগলি হাসাহাসি।
এক গাঁয়ে বাড়ী নয় ছাড়াছড়ি পরস্পরে খায় মেঙে,
কক্কর্ ক ক মোরগ ডাকিলে ভোরে যায় ঘুম ভেঙ্গে।
যাত্রার আসরে হিন্দু মুসলমান গদা ঘাড়ে দেখে ভীম,
সিরাজদ্দৌলা অভিনয় দেখে কাঁদে হিন্দু মুসলিম।
যাত্রা থিয়েটারে পাশাপাশি বসে, সিনেমায় ছবি দেখে,
সভা মজলিসে বক্তৃতা শুনে কত কিছু তারা শেখে।
এমাম হোসেনের ধরম যুদ্ধে বিষাদে ভরিল সিন্ধু,
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কথা শুনে শোকে ঝরে অশ্রু বিন্দু।
জোট বেঁধে বসে' পরস্পরের ধর্ম্মের কাহিনী শোনে,
একসাথে মাঠে ফুটবল খেলে কটা দিল 'গোল' গোণে

যেখানে প্রাণের সম্বন্ধ এমন হৃদয়ে বেঁধেছে দানা,
মারামারি আর কাটাকাটি করে তারা কিগো চোখ-কানা ?
দুষ্টের কথায় দিওনাকো কান গুজব শুনোনা ভাই,
হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধিয়ে করিতেছে ঠাঁই ঠাঁই।
এমন সাধের বাঙলাকে আজ নরকে ঠেলিছে যারা,
তাদের কথায় যেতো না বন্ধু নেতা নয় কভু তারা।
মরণের পাখা নাচিয়ে উড়োনা সাবধান করি তাই,
পাশাপাশি থেকে রেষারেষি করে' মঙ্গল কখনো নাই।
ঈশ্বরের নামে আল্লার নামে শপথ করতে হ'বে,
ভুলে যেতে হবে হিন্দু মুসলিম বিবাদ করেছ কবে।

সাত ভাই চম্পা জাগোরে

পারুল ডাকে,—
সাত ভাই চম্পা জাগোরে !
সাত ভাই উত্তর দেয়,—
কেন বোন্ পারুল ডাকোরে ?
পারুল বলে,—
এসেছে সতীন মায়ের ছেলে
ভাই বোনে সব মিলে
করছে দাবী ওরা
ভারতবর্ষ বাঁটোয়ারা—
মুসলমান প্রধান ঠাঁই
'পাকিস্তান' চাই।
দিবে কি না দিবে বল ?
সাত ভাই বলে,—
যমের ভুল ! যমের ভুল !
শোন্‌রে বোন্ ওরেপারুল !
আব্‌দার ওদের বেশ !
এটা যে হিন্দুস্থান দেশ !
হিন্দুস্থানে পাকিস্তান
সইবে কেন হিন্দুর প্রাণ ?
কখনো না দিব বোন্ !
মিথ্যা দাবী অকারণ।
হিন্দুস্থানে ঘুমাই মোরা স্বপ্নে ভরা মন,
আর ডেকোনা বোন্ !
পারুল আবার ডাকে,—
সাত ভাই চম্পা জাগোরে !
সাত ভাই উত্তর দেয়,—
আবার কেন বোন্ ডাকোরে ?
পারুল বলে,—
পাকিস্তান যদি না দেবে
দাঙ্গা-লড়াই হ'বে।

বল্‌ছে ওরা বাঁট্‌বে হিন্দুস্থান
'লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান'।
সাত ভাই বলে,—
মস্ত ভুল! মস্ত ভুল!
শোন্‌রে বোন্ ওরে পারুল।
ত্রিশ কোটি হিন্দুর দেশে
সাত কোটি ওরা লড়্‌বে কিসে?
শিক্ষা, বুদ্ধি, ধন-জনবলে
হিন্দুকে আঁট্‌বে ওরা কোন্ বলে?
গুপ্তিছোরার ভয় দেখিয়ে
পাকিস্তান নেবে ছিনিয়ে
বুদ্ধি ভাল নয়—
সতীন ভাইদের বল্
তাতে হ'বে না জয়।
হিন্দুস্থানে জন্ম যাদের
হিন্দু বা মুসলমান,
শিখ-পাঞ্জাবী, পার্শী হ'ক,
বৌদ্ধ, ক্রীশ্চান—
তাদের সবার জন্মভূমি এই হিন্দুস্থান,
এখানে নাই অন্যস্থান,
হ'বে না পাকিস্তান।
মিলে মিশে থাক্‌তে হবে,
সবার জন্মভূমি
হিন্দুস্থানের এই মাটিকে চুমি'।
পারুল বলে,—
পাকিস্তান যদি না দাও
শান্তি কিসে পাও
দেখ্‌বে নাকি ওরা?
জ্বল্‌বে আগুন ভারতজোড়া।
সাত ভাই বলে,—
গায়ের বল দেখাতে গেলে
হিন্দু রবে না খোকন ছেলে!
হিন্দুবীরের শৌর্য্যবলে
নিভাবে আগুন রক্ত ঢেলে।
পারুল বলে,—
সাত ভাই চম্পা জাগো তবে—
হিন্দুর ঘুম ভাঙাতে হ'বে।
সাত ভাই বলে,—
হিন্দুর ঘুম ভাঙাতে হ'বে,
হিন্দুকে আজ জাগ্‌তে হ'বে।
গগন পবন কাঁপিয়ে সবে
শুনিয়ে দাও উচ্চরবে
মরণেও হিন্দু রাজী হ'বে
পাকিস্তান সে নাহি দেবে।
হিন্দুস্থানকে কেটে
খণ্ড খণ্ড বেঁটে
না দিব না দিব বোন্
মরিব তথাপি শোন্
লড়িব 'জয় হিন্দ্' ব'লে
হিন্দুস্থানের ছেলে।
হিন্দুস্থান চিরদিনের
মান্‌তে হ'বে ওদের।

আজাদ মোসলেম ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদকের বিবৃতি

সম্প্রতি কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বাঙ্গালার মুসলমান ছাত্র ও যুবকদিগের নিকট আবেদন জানাইয়া বঙ্গীয় আজাদ মুসলমান ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এম, আনিসুজ্জামান নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—"সম্প্রতি কলিকাতায় যে বীভৎস ও সর্ব্বনাশী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহাতে সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমানের জীবন ও ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে এবং শত শত পরিবার আজ সম্বলহীন অবস্থায় পথের ভিখারী হইয়াছে। আমি এই বিবৃতিতে হিন্দুসমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলিব না। মাত্র মুসলমান জনসাধারণকে—বিশেষ করিয়া মুসলমান ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই। লীগপন্থী মুসলমান ভাইগণ ও উহার নেতৃবৃন্দ দাঙ্গার দায়িত্ব যতই অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করুন না কেন, একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সজ্জনব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে দাঙ্গার জন্য মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী। এইরূপ দাঙ্গা চালাইবার জন্য লীগের নেতৃবৃন্দ ১৬ই আগষ্টের পূর্ব্ব হইতে বহু বিবৃতিও প্রচারণা প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করিতেছিলেন। ১৬ই তারিখের পূর্ব্বে নাজিমুদ্দীন সাহেব, সোহরাওয়র্দ্দী সাহেব, মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব—এমন কি জিন্না সাহেব পর্য্যন্ত বিবৃতি ছাপিয়া লীগপন্থী মুসলমানগণকে এইরূপ একটি হিংসাত্মক কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এমন কি ইসলামের পবিত্র "জেহাদের" নাম ভাঙ্গাইয়াও তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হইয়াছে। ১৬ই আগষ্ট "আজাদে" মওলানা মহম্মদ আকরাম খাঁর স্বনামে লিখিত এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, অদ্য ১৮ই রমজান। এই দিন হজরত "মহম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে মদিনায় "জেহাদ" করিয়া যুদ্ধ করেন। আজও সেই ১৮ই রমজান; অতএব মুসলমানগণ অদ্য জেহাদের জন্য প্রস্তুত হও। ইত্যাদি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নানাভাবে মুসলমানগণকে দাঙ্গা হাঙ্গামায় উত্তেজিত করা হইয়াছে। শুনা যায়, লীগ মুসলমান গুণ্ডাদিগকে (যাহাদের অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছে।) এই বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিল যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালার

মুসলমানগণ লাগের করায়ত্ব। অতএব গুণ্ডাগণ খুশিমতন দোকানপাট লুণ্ঠন, মারামারি কাটাকাটি করিলে তাহাদের ভবি কোন বিপদাশঙ্কা নাই, কারণ মন্ত্রীরা পুলিশকে নিরস্ত্র করিয়া রাখি বাস্তবেও যে তাহাই হইয়াছে ইহা কোন নিরপেক্ষ বিবেকবান অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? আমরা দেখিয়াছি, ময়দানে যাইবার জন্য মিছিলকারী লীগওয়ালারা ছোরা ও লাঠিসহ সশস্ত্র অবলীলাক্রমে রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিতে যাইতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি—সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে। ইহা কি প্রমাণিত হয় না যে, পূর্ব হইতেই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং গুণ্ডাগণকে সেই নিষ্ক্রিয়তার আশ্বাস হইয়াছিল? কিন্তু তাহার পরে কি হইল? লাভ লোকসান কিরূপ হইল? এইভাবে পাকিস্তান অর্জ্জন কতদূর সম্ভব হইল? নেতৃবৃন্দের জানা উচিত যে, নারী নির্য্যাতন, গৃহদাহ, লুটতরাজ ও গু এক জিনিষ, আর রাজনীতি আর এক জিনিষ। বর্ত্তমান দাঙ্গা স বাধাইয়া লীগনেতৃবৃন্দ কতদূর সমাজের উপকার করিলেন? যা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এত জঘন্য তাহারা কোন্ মুখে ভারতের দশ মুসলমানের নেতৃত্বের বড়াই করেন!

মুসলমান যুবকদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, পাকি লড়াইয়ে নেতারা তাঁহাদিগকে ধ্বংসের কোন্ অতলতলে লইয়া যাইতে তাহা কি তাঁহারা এখনও অনুভব করিতে পারেন নাই? নেতা দাঙ্গা হাঙ্গামায় তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন সে দাঙ্গার প কি হইল তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন কি? তাঁহারা হয়ত বলি হিন্দুর দোকানপাট, বাড়ী ঘর লুঠ হইয়াছে, হিন্দুর মেরুদণ্ড চূর্ণ হই এইবার সে পাকিস্থান প্রস্তাবে আর বাদ সাধিতে সাহস পাইবে কিন্তু আমি বলিব, না হিন্দুর মেরুদণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হইয়াছে। ঘুমন্ত সাপকে খোঁচা মারিয়া ফণা উত্তোলন করান হই বর্ত্তমান দাঙ্গায় তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, আর স মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে।

মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর কমলালয়, জহরলাল পান্নালাল, প্রভৃতি লক্ষপতি কোটিপতিদের দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ত হিন্দু সমাজের কোন ক্ষতি হইয়াছে? এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মা

লক্ষ টাকা ইন্‌সিওর করা রহিয়াছে। অতএব তাহার দুই এক বৎসর মধ্যেই আবার পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমানের ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই সমাজ বা জাতির মেরুদণ্ড। এই মধ্যবিত্ত কলিকাতাবাসী মুসলমান আজ কোথায়? বিহারী ও পশ্চিমা মুসলিমরা গুণ্ডামী ও লুটতরাজ করিয়া অনেক কিছু লুটিয়াই লইয়া পড়িয়াছে। আর হিন্দুর মার খাইয়াছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মুসলমান। মুসলমান বিড়ি-পান সিগারেটওয়ালার, হোটেলওয়ালার, চা খাটো থালা বাসনের দোকানওয়ালার, ছোট কাটা-কাপড়ওয়ালার, তরকারী দোকানওয়ালার, ফলওয়ালার যথাসর্ব্বস্ব পরে এক এক করিয়া লুণ্ঠিত হইয়াছে। "ইহারা কি আর কমলালয় বা তদরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতন দাঁড়াইতে পারিবে? পান-বিড়িওয়ালা বাদে সমস্ত দোকান প্রায় সবই বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের। এই চা খাটো ব্যবসায়ী মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ সর্ব্বহারা হইয়া শূন্যে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। তাই আজ কলিকাতার আত্মনির্ভরশীল সাবেকী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মুসলমান বিলুপ্ত হইল। ইহাতে সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা জিন্না সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সুরাওয়ার্দ্দি নাজিমুদ্দীন, মিঃ আকরাম খাঁ, ওছমান প্রমুখ সমাজ নেতা (?) মুসলিম নেতারা ভাবিয়াছেন কি? তাঁহাদের আর ইহা বলিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এই সমস্ত নেতার (?) প্রয়োজন ছিল আর সমাজের নাই। ইহাদিগকে সমাজের পুরোভাগ হইতে অপসার করিতে পারিলে সমাজের মঙ্গল হইবে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দাঙ্গায় মুসলমানগণকে উত্তেজিত করান হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের এত বড় লীলাখেলার অনুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে কিনা তাহা একবার মুসলমান যুবকদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। নিরীহ নাগরিকের জীবন সংহার, তালাবন্ধ ঘর ভাঙ্গিয়া দোকান লুণ্ঠন, নারীর পবিত্র অঙ্গে ছুরিকাঘাত এ কোন্ ধর্ম্মসম্মত? এই সমস্ত বিষয়ে ইসলামের যে কঠোর নিদ্দেশ রহিয়াছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? আমাদের আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি একজন নিরীহ (সে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন) মানুষের প্রাণ সংহার করে, সে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বা জাতির জীবন সংহারের অপরাধে অপরাধী। আর যে একজন নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা করিয়াছে, সেই মহৎ সমস্ত মনুষ্যজাতির

...“...” এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিলে আজ
...নাগরিকের জীবন বিপন্ন হইল ইহার জন্য কি লীগ নায়ক
...জীবন সংহারের পাপ অর্জ্জন করেন নাই! এ
...বিষয় চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে আজ বাংলার মুসলমা
...যুবকগণকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। যুবকরাই জাতির ভবিষ
...কারী। তাঁহাদিগকে আজ নেতৃত্বের ব্যর্থতা, উঁহাদের বিশ্ব
...ও অভূতপূর্ব্ব অনধ্যাচরণ লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের জ
...করিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। চার্চ্চিলের মন্ত্রণা যে নেতৃত্বে
...যে নেতৃত্ব আজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া সমাজকে নূতন করি
...সাজিতে হইবে। এই নেতৃত্ব আজ সমাজকে ধ্বংসের কো
...স্তরে নামাইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সত
হইতে হইবে। আজ মুসলমান যুবকদিগের নিকট আমার আহ্বা
আসুন, আমরা এই ব্যর্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব দূরে নিক্ষেপ করি
...স্লোগান ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃহিংসায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমাদে
...সাধারণের শত্রু—যে শত্রু দু'শো বৎসর যাবৎ আমাদের হি
মুসলমানের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া শোষণ করিতেছে, যাহারা জগ
পাথরের মতন আমাদের বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, সেই সাধা
শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ হইতে চিরতরে বিদায় দি
জন্য আমরা মুসলমান, হিন্দু, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান প্রত্যেকে লড়িবার জ
প্রস্তুত হই। শুধু দশ কোটি মুসলমানের নয়, চল্লিশ কোটি মনুষ্য সন্তানে
শোষক সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াই প্র
“জেহাদ”। আমি সেই মহান্ জেহাদের অংশীদার হইয়া আমা
জন্মভূমি ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য কর্ত্তব্যের অগ্নিপরীক্ষায় আত্মাহ
দিতে প্রস্তুত হইতে বাংলার মুসলমান যুবকদিগকে আহ্বান জানাইতেছি

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ-যুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনীর পুস্তকখানি বাহির হই
দাম দেড় টাকা, ভিঃ পিতে সাত সিকা।
হিন্দু মুসলমানের রক্তাক্ত ইতিহাস—বাহির হইল—দাম ১৲ টাকা।
ভিঃ পিতে ১।৴০ একটাকা পাঁচ আনা।
উক্ত দুইখানি পুস্তক একত্রে লইলে ডাকমাশুল সহ ২৸৴০ আনা।

প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।